বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 01 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

233

ঢা.বি. সিনেটে হৈ চৈ ওয়াকআউট ॥ বিরোধীদের অনুপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন সমাধা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ নীল দলীয় সিনেটরদের তুমুল হৈ চৈ ও ওয়াক আউটের মধ্য দিয়ে শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশন শেষ হয়েছে। অধিবেশনের শেষ দিনে সিনেটর ডঃ এরশাদুল বারীর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্কের এক পর্যায়ে নীল দলীয় সিনেটররা ওয়াক আউট করেন। এদিকে বিরোধী সিনেটরদের অনুপস্থিতিতে উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

ঢাবি সিনেটে

(প্রথম পাতার পর)

গুরুত্বপূর্ণ পদের নির্বাচন সম্পন্ন করেন। অধিবেশন বর্জনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী সিনেটররা বলেন, আজকের এ ঘটনা একটি পাতানো খেলা।

উল্লেখ্য, '৯৪ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর বিরোধিতা করার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও নীল দলীয় শিক্ষকরা ডঃ এরশাদুল বারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ থেকে অপসারণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

বিকাল চারটায় যথারীতি অধিবেশন শুরু হয়। ছয়টা ৪৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পাস হয়। মাগরিবের নামাজের বিরতির পর ডঃ এরশাদুল বারী সিনেট কক্ষে প্রবেশ করেন। ডঃ বারীর প্রবেশের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং তাঁকে সিনেট কক্ষ থেকে বের করে দেয়ার জন্য এ সময় নীল দলীয় কয়েকজন সিনেটর আহ্বান জানাতে থাকেন। একই সাথে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ টি এম জহরুল হক ডঃ বারীকে ভোট দেয়ার অধিকার না দেয়ার জন্য সিনেট চেয়ারম্যান অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের নিকট জোর আবেদন জানান। এ নিয়ে তীব্র হট্টগোল শুরু হলে উপাচার্য তাঁর রুলিং দিয়ে বলেন, একজন সিনেটরকে অধিবেশন থেকে বের করে দেয়ার অধিকার আমার কেন, কারও নেই। তবে তিনি ডঃ বারীর ভোট নেবেন না বলে হাউসকে জানান। কিন্তু নীল দলীয় সিনেটররা তাঁদের দাবিতে অটল থাকেন। এ অবস্থায় উপাচার্য ভোট গ্রহণের ঘোষণা দিলে আটটা ১৮ মিনিটে নীল দলীয় সিনেটররা ওয়াক আউট করেন। এর আগে নির্বাচনের বিষয় অধিবেশনে উত্থাপিত হলেই গোলাপী দলীয় পাঁচজন সিনেটর ওয়াক আউট করেন। তাঁরা আর অধিবেশনে ফিরে আসেননি।

নীল দলীয় শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতেই রাত আটটা ২৪ মিনিটে উপাচার্য ভোট গ্রহণ শুরু করেন। রাত সাড়ে নয়টায় তিনি ফল ঘোষণা করেন। নির্বাচিতরা হলেন সিন্ডিকেটে রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি অধ্যাপক মোঃ শফিকুর রহমান, বিশেষ শিক্ষাবিদ প্রতিনিধি অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান ও বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন। এঁদের প্রথম দু'জন ৪৩ ভোট করে এবং শেষের ৮ জন ৪২ ভোট পান। ফিন্যান্স কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এ এইচ এম মাহবুবুর রহমান। তিনি পান ৪৩ ভোট। নির্বাচনে মোট উপস্থিত ৭৮ জন সিনেটরের মধ্যে ৪৩ জন ভোট প্রদান করেন। ৩৫ জন ওয়াক আউট করেন। সিনেট নির্বাচন চলাকালে ওয়াক আউটকারী নীল দলীয় শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সিনেটররা ডঃ এরশাদুল বারীর উপস্থিতিতে একটি পাতানো খেলা বলে অভিহিত করেন। তাঁরা বলেন, একটি হট্টগোল বাধানোর জন্যই উপাচার্য ডঃ বারীকে দু'দিন পর সিনেটে হাজির করেছেন। তাঁরা বলেন, গোপন ব্যালটে হারবেন জেনেই উপাচার্য এ খেলাটি খেলেছেন। তারা এ ধরনের ঘটনার নিন্দা জানান। উপাচার্য রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সিনেট অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।